শৌলের অভিষেক

(Anointing of Saul)

১ম শমূয়েল ৯ অধ্যায় ২৬-১০ অধ্যায় ১৬ পদ

১শমূয়েল ৮ অধ্যায়ে আমরা ইজ্রায়েলকে প্রতিবেশি দেশ ও জাতির অনুকরণে রাজা চাইতে দেখেছি; ৯ অধ্যায়ে সেই আকাঙ্ক্ষা অনুসারে ঈশ্বর যাকে দিতে মনস্থ করেছেন, সেই শৌলের পরিচয় ও প্রস্তুতি দেখেছি। আজ আমরা যে অংশ পাঠ করেছি, তাতে শমূয়েলের দ্বারা সেই শৌলের অভিষেককে আমরা দেখতে চলেছি।

ক। গোপন অভিষেক *(Secret Anointing)*

৯:২৬-২৭ পদে বলা হয়েছে যে, রাতা কাটানোর পর সকালে শমূয়েল শৌলের ঘুম ভাঙ্গিয়েছে এবং শৌলকে বাড়ী ফিরার পথে এগিয়ে দিতে নগরের প্রান্তভাগ পর্যন্ত গেছে। এইভাবে শৌলকে বিদায় জানানোর সময় যখন উপস্থিত হয়েছে, তখন শমূয়েল শৌলকে বলল, *"তোমার চাকরটিকে আগে যেতে বল, কিন্তু তুমি কিছুকাল দাঁড়াও, আমি তোমাকে ঈশ্বরের বাক্য শোনাই।"* এইভাবে চাকরটিকে এগিয়ে যেতে বলার উদ্দেশ্য হল, কেবল শৌলকে ঈশ্বরের কথা শোনানো। শমূয়েল যে অভিষেক করতে চলেছে, তা সে সম্পূর্ণ গোপনতায় সাধন করতে চলেছে, এমনকি শৌলের দাসকেও সে বিষয়ে জানানো হবে না। এমন গোপনীয়তা বজায় রেখে শমূয়েল কেন শৌলের অভিষেক করেছিল? ধরা যেতে পারে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যে, সমস্ত ইজ্রায়েল যেন প্রথম থেকেই উপলব্ধি করে যে, শৌল ছিল ঈশ্বরের পছন্দের ব্যক্তি। শৌল যেহেতু ইজ্রায়েলের সমস্ত বংশের উপর রাজার দায়িত্ব পালন করবে, সেইহেতু ইজ্রায়েলের সমস্ত মানুষের উপস্থিতিতে শৌলকে রাজা হিসাবে নিযুক্ত করাটা প্রয়োজন ছিল। এই কারণে, ১০:১৭-২৭ পদে আগামী সপ্তাহে আমরা দেখতে পাব মিস্পাতে সমস্ত ইজ্রায়েলের উপস্থিতিতে সদাপ্রভুর মনোনীত ব্যক্তি হিসাবে শৌল রাজপদে অধিষ্ঠিত হবে।

তাই, এখানে শমূয়েলের দ্বারা শৌলের যে গোপন অভিষেক হয়েছে, তা কেবল শৌলের জন্য সাধিত হয়েছে; কারণ তার প্রতি যে ঘটনা ঘটতে চলেছে, তার জন্য শৌলের প্রস্তুত হওয়াটা খুবই প্রয়োজন ছিল। ১০:১৪ পদে, সামান্য উল্লেখ ছাড়া সেই চাকরের বিষয় আমরা আর কোনও উল্লেখ দেখতে পাই না। পিতার গর্দ্দভীদের খোঁজে বের হয়ে, শৌল সেই চাকরের কথা মতো কাজ করেছিল; কিন্তু আগামীদিনে শৌল যে রাজদায়িত্ব পালন করতে চলেছে, তা সঠিকভাবে পালন করতে হলে, তাকে নিজেকে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং সেই সমস্ত সিদ্ধান্তের জন্য তাকে নিজেকে দায়ী থাকতে হবে। হয়ত সেই কারণে শৌলকে তার দাস থেকে পৃথক করা হয়েছিল। শৌলকে তার নিজের হাতে সেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে, অন্যদের নেতৃত্ব দানের জন্য অন্যের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করলে চলবে না, এমনকি সেই বিশ্বস্ত দাসের উপরও নির্ভর করলে চলবে না।

৯:২৭ পদে শমূয়েল শৌলকে ***ঈশ্বরের বাক্য শোনানোর*** ইচ্ছার কথা বলেছে। এর অর্থ, শৌলের মাধ্যমে কাজ করার যে সিদ্ধান্ত ঈশ্বর গ্রহণ করেছেন, তা শৌলকে বলা। ১শমূয়েল ৩:১৯-২১ পদে বলা হয়েছিল যে, সদাপ্রভু শমূয়েলের কাছে ***সদাপ্রভুর বাক্য দ্বারা*** নিজেকে প্রকাশ করতেন। সেই কথা মেনে, ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের জন্য যে ব্যক্তিকে মনোনীত করেছেন, তার বিষয় সদাপ্রভুর যে বাক্য শমূয়েল লাভ করেছে, তা সে কেবল শমূয়েলকে বলতে চলেছে; কারণ তা খুবই গোপনীয়।

খ। অভিষেকের পদ্ধতি *(Process of Anointing)*

১০:১ পদে খুবই অল্প কথায় শৌলের অভিষেককে বর্ণনা করা হয়েছে, *"আর শমূয়েল তেলের শিশি নিয়ে তার মাথায় ঢালল, এবং তাকে চুম্বন করে বলল, সদাপ্রভু কি তোমাকে নিজের অধিকারের নায়ক করবার জন্য অভিষেক করলেন না?"* ৯:১৬ পদে সদাপ্রভুর দ্বারা শমূয়েলকে যে আদেশ করা হয়েছিল, শমূয়েল সদাপ্রভুর সেই আদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করে শৌলকে অভিষিক্ত করেছে। এই পদে, ঈশ্বর ইজ্রায়েলকে ***নিজের অধিকার*** বলে বর্ণনা করেছেন। মিসরের দাসত্ব থেকে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

উদ্ধারের মাধ্যমে ঈশ্বর তাদেরকে নিজ অধিকার করেছেন। ২বিবরণ ৪:২০ পদে ইজ্রায়েলকে প্রতিমা পূজা নিষেধ করতে গিয়ে মোশি তাদের এমন কথা বলেছে, *"কিন্তু সদাপ্রভু তোমাদের গ্রহণ করেছেন, লোহার হাফর থেকে, মিসর থেকে তোমাদের বের করে এনেছেন, যেন তোমরা তাঁর অধিকাররূপ প্রজা হও, যেমন অদ্য আছ।"*

তেল দিয়ে অভিষেক করা ছিল ঈশ্বরের আত্মা দানের একটি প্রতীক। কারণ, তেল নিজেই ছিল ঈশ্বরের আত্মার প্রতীক, যেহেতু এর দ্বারা শক্তি প্রদত্ত হত। লেবীয় ৮:১০-১২ পদানুসারে, মোশি আবাসতাম্বু ও তার মধ্যস্থিত সমস্ত বস্তু এবং হারোণের মাথায় তেল ঢেলে পবিত্র করতে অভিষেক করেছিল। এই সময় পর্যন্ত যাজকবর্গ ও আবাসতাম্বুর বেদি ছাড়া অন্য কোনও ব্যক্তি বা বস্তুর উপর তৈলাভিষেকের কথা বলা হয়নি (যাত্রা ৩০:২৩; ২বিবরণ ৮:১০)। কিন্তু এখানে শমূয়েল যখন রাজা হবার জন্য শৌলের তৈলাভিষেক করে, তখন যাজকত্বের পাশাপাশি রাজতন্ত্রও ঐশ্বরিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়; যার মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর রাজ্য গড়বার জন্য আত্মার বিভিন্ন দান তাঁর প্রজাদের দিতে চলেছেন। ইজ্রায়েলের যাজকদের তৈলাভিষেকের মাধ্যমে পবিত্রীকৃত করা হত এবং তার দ্বারা যাজকরা ইজ্রায়েলের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহের মাধ্যম হিসাবে কাজ করত। এবার থেকে রাজাদেরও তৈলাভিষেকের মাধ্যমে পবিত্রীকৃত করা হবে, এবং তার দ্বারা রাজারাও প্রজাদের উপর তাদের রাজত্বের মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুগ্রহ বা আশীর্বাদ পৌঁছে দেবে। ঈশ্বরের নির্দেশে শমূয়েলের মাধ্যমে রাজাকে এইভাবে তৈলাভিষেক করার দ্বারা ইজ্রায়েলের রাজাকে অন্য সমস্ত প্রতিবেশি দেশের রাজাদের থেকে পৃথক করা হয়েছে; আর তাই তাকে সদাপ্রভুর অভিষিক্ত (১২:৩, ৫) বলা হয়েছে, ইজ্রায়েলের নায়ক বলা হয়েছে। তৈলাভিষেকের পাশাপাশি চুম্বনের কথাও বলা হয়েছে; যার দ্বারা যত দূর সম্ভব, ঈশ্বরের অনুগ্রহের মুদ্রাঙ্কনকে নির্দেশ করা হয়েছে।

এইভাবে অভিষিক্ত করার পর শমূয়েল এর অর্থ শৌলের কাছে বর্ণনা করেছে। ৯:২৭ পদে শমূয়েল শৌলকে ঈশ্বরের যে বাক্য শোনানোর কথা বলেছিল, তার মধ্যে দুটি অংশ বর্তমান। প্রথম অংশটি হল, ইজরায়েলের নায়ক হিসাবে শৌলকে যে ঈশ্বর মনোনীত করেছেন, সে বিষয়ে বিবৃতি বা ঘোষণা। শমূয়েল শৌলকে বলেছে, *"সদাপ্রভু কি তোমাকে নিজের অধিকারের নায়ক করবার জন্য অভিষেক করলেন না?* এর অর্থ (নেতিবাচক-প্রশ্নবোধক বাক্য) ইতিবাচক, অর্থাৎ, সদাপ্রভু শৌলকে ইজ্রায়েলের নায়ক করবার জন্য অভিষেক করেছেন। আগের দিন শৌলের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে শমূয়েল যে সমস্ত কথা শৌলকে বলেছিল (৯:১৯-২১), কিম্বা উচ্চস্থলীর বলিদান- ভোজে বিশেষ আসন দানের মাধ্যমে শমূয়েল শৌলকে যে কথা বলতে চেয়েছিল, তা এখানে শমূয়েল স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছে। ইজ্রায়েলের উপর রাজা হবার জন্য ঈশ্বর যে শৌলকে মনোনীত করেছেন, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই।

গ। অভিষেকের চিহ্ন *(Signs of Anointing)*

৯:২৭ পদে শমূয়েল শৌলকে ঈশ্বরের যে বাক্য শোনানোর কথা বলেছিল, তার মধ্যে দ্বিতীয় অংশটি হল, ইজ্রায়েলের উপর রাজা হবার বিষয় শমূয়েল এই যে কথা শৌলকে শোনালো, তার সত্যতা প্রমাণের জন্য তিনটি চিহ্ন। শমূয়েলের মাধ্যমে শৌলের প্রতি ঈশ্বরের এই আদেশ বা নির্দেশ এতখানি আকস্মিক ছিল যে, তার সত্যতা প্রমাণের জন্য চিহ্নের প্রয়োজন হয়েছিল। শমূয়েলের কথায় বিশ্বাস করার জন্য ঈশ্বর শমূয়েলের মাধ্যমে শৌলকে তিনটি ঘটনার কথা পূর্বেই জানান, যেগুলি শৌলের জীবনে অবশ্য ঘটতে চলেছে। এই তিনটি ঘটনা শমূয়েলের কথার সত্যতার পক্ষে চিহ্ন হিসাবে কাজ করবে।

(১) প্রথম চিহ্ন *(First Sign)* (১০:২): সেই দিন শৌলের বাড়ী ফেরার পথে বিন্যামীনের সীমায় সেল্‌সহে রাহেলের কবরের কাছে শৌলের সঙ্গে দু'জন লোকের সাক্ষাৎ হবে, তারা শৌলকে এই খবর দেবে যে, তার পিতার হারিয়ে যাওয়া গর্দ্দভীগুলি পাওয়া গেছে এবং তার পিতা এখন গর্দ্দভীদের পরিবর্তে শৌলের জন্য চিন্তা করছে। আদিপুস্তক ৩৫:১৯-২০ কিম্বা ৪৮:৭ পদানুসারে, বৈৎলেহমের পথের ধারে, ইফ্রাথে রাহেলের কবর হয়েছিল; আবার যিরমিয় ৩১:১৫ পদে রামায় সন্তানদের জন্য রাহেলের কান্নার কথা বলা হয়েছে। এখানে ১শমূয়েল ১০:২ পদে, এই স্থানটিকে বিন্যামীনের সীমা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন,

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

শৌল ও তার দাস যেহেতু রামায় শমূয়েলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, তাই এই স্থানটিকে আমরা খুব কাছের জায়গা হিসাবে চিন্তা করতে পারি। এর আগে ৯:২০ পদে শমূয়েল শৌলকে সেই সমস্ত হারিয়ে যাওয়া গর্দ্দভীদের বিষয় যে কথা বলেছিল, এখানে সেই দু'জন লোক সেই গর্দ্দভীদের বিষয় একই কথা বলেতে চলেছে, যে তাদের পাওয়া গেছে। আবার, ৯:৫ পদে ৩ দিন কেটে যাওয়ায় শৌলের মনে যে চিন্তার উদয় হয়েছিল, এই দু'জন লোক সেই কথারই পুনরুক্তি করতে চলেছে যে, শৌলের পিতা গর্দ্দভীদের চিন্তা ছেড়ে এখন শৌলের জন্য চিন্তা করছে। ১০:৯ পদে এই চিহ্নের পূর্ণতার কথা বলা হয়েছে, ***"সেই দিন ঐ সমস্ত চিহ্ন সফল হল।"***

(২) দ্বিতীয় চিহ্ন *(Second Sign)* (১০:৩-৪): এর পর শৌল যখন তাবোরের এলোন বৃক্ষের নিচে উপস্থিত হবে, তখন সেখানে বৈথেলে ঈশ্বরের কাছে যাচ্ছে এমন তিনজন ব্যক্তির সঙ্গে শৌলের দেখা হবে। এখানে ***"ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার"*** অর্থ, তখনও বৈথেলে সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত একটি স্থান ছিল, যেখানে তাঁর প্রজারা তাঁর উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করত (১শমূয়েল ৭:১৬); এ হল সেই স্থান যেখানে সদাপ্রভু অব্রাহাম ও যাকোবকে দেখা দিয়েছিলেন এবং তারা তাঁর উদ্দেশে যজ্ঞ বেদি নির্মাণ করেছিল (আদি ১২:৮; ১৩:৩-৪; ২৮:১৮-১৯; ৩৫:৭)। এই তিনজন তীর্থযাত্রী তিনটি উপহার সঙ্গে করে নিয়ে যাবে– ৩টি ছাগবৎস, ৩টি রুটি, ও ১ কূপা দ্রাক্ষারস। ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করার জন্য তারা এই যে সমস্ত উপহার নিয়ে যাচ্ছিল, তাদের মধ্যে তারা শৌলকে ২টি রুটি দেবে, এবং শৌল তা গ্রহণ করে তার ক্ষুধা দূর করবে। এর আগে ৯:৭ পদে আমরা দেখেছিলাম যে, বাড়ী থেকে নিয়ে আসা খাদ্যও তাদের শেষ হয়েছিল। অন্যদিকে, এর দ্বারা শৌল রাজা হিসাবে তার প্রজাদের কাছে থেকে সর্ব প্রথম উপহার গ্রহণ করতে চলেছে। ১০:৯ পদে এই চিহ্নেরও পূর্ণতার কথা বলা হয়েছে।

এই দুটি চিহ্নের কথা বলা হয়েছে, কারণ তাদের পূর্ণতা দেখে শৌল শমূয়েলের কথায় আস্থা রাখতে পারবে; বিশেষতঃ ঈশ্বরের নির্দেশে এবং ঈশ্বরের হয়ে যে শমূয়েল শৌলকে রাজা হিসাবে অভিষিক্ত করেছে, তা বিশ্বাস করতে শৌলকে শক্তি যোগাবে। কারণ, ঈশ্বরের প্রজাদের যদি ঈশ্বরের পথে পরিচালনা দিতে হয়, তাহলে সেই ঈশ্বরের প্রতি শৌলের দৃঢ় বিশ্বাস বা আস্থার প্রয়োজন ছিল।

(৩) তৃতীয় চিহ্ন *(Third Sign)* (১০:৫-৬): শৌল তার নিজের নগর, অর্থাৎ গিবিয়ায় (১০:১৬; ১১:৪; ১৫:৩৪; ২শমূ ২১:৬; যিশা ১০:২৯) প্রবেশ করলে, শৌল একদল ভাববাদীর সাক্ষাৎ পাবে, এবং কিছু কালের জন্য শৌলকে সেই আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দেওয়া হবে, যার বলে শৌলও তাদের সঙ্গে ভাববাণী বলবে। অর্থাৎ, যেখানে সেই শক্তিশালী পলেষ্টীয় সৈন্যরা পাহাড়া দিচ্ছে, সেখানে ঈশ্বরের আত্মা সবলে শৌলের উপর আসতে চলেছেন, কারণ রাজা হিসাবে তার দায়িত্ব পালন করতে শৌলের তা একান্ত প্রয়োজন। বাদ্যযন্ত্রসহ এই ভাববাদীর দলকে নেমে আসার কথা বলা হয়েছে। নেবল *(Nebel)* মানে প্রাচীনকালের বীণাজাতীয় এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র; *Kinnor* হল গীটারের মতো বাদ্যযন্ত্র; *Top* বা *Tambourin* হল ঢাক বা ঢোল জাতীয় বাদ্যযন্ত্র; *Chalil* এবং হল এক ধরণের বাঁশি। মোশির সময় যেমন ৭০জন প্রাচীন করত, ঠিক তেমনই এই একদল ভাববাদী ঈশ্বরের প্রশংসার্থে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ভাবোক্তি প্রচার করত।

কিন্তু কেবল তাই নয়, সদাপ্রভুর আত্মা সবলে শৌলের উপর আসবার কথা বলা হয়েছে। এর আগে ইজ্রায়েলের বিচারকদের উপরও সদাপ্রভুর আত্মার অধিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। যেমন বিচার ৬:৩৪ পদে গিদিয়োনের উপর, বিচার ১১:২৯ পদে যিপ্তহের উপর, বিচার ১৪:৬, ১৯; ১৫:১৪ পদে শিম্শোনের উপরে আসবার কথা বলা হয়েছে। আবার, দাউদের অভিষেকের সময় (১শমূয়েল ১৬:১৩) সদাপ্রভুর আত্মা দাউদের উপর আসবার কথা বলা হয়েছে। শৌলের ক্ষেত্রে সদাপ্রভুর সঙ্গে তার এই ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ শৌলকে ***অন্য প্রকার মানুষে*** রূপান্তরিত করবে। ৯ পদে বলা হয়েছে, ***"ঈশ্বর তাকে অন্য মন দিলেন।"*** লাজুক, আনাড়ি, আত্ম-গুরুত্বহীন শৌল পরিবর্তিত হয়ে ঈশ্বরের প্রজাদের উপযুক্ত নায়ক হতে চলেছে। কারণ, এই ঘটনা ঘটবার পর শৌল নিশ্চিৎ হবে যে, ঈশ্বর তার

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

সহবর্তী।

এইভাবে, শৌল যখন তার সঙ্গে ঈশ্বরের উপস্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চয়তা লাভ করবে, তখন ঈশ্বর শৌলকে বলেছেন, *"তোমার হাত যা করতে পায়, তা কোরো, কারণ ঈশ্বর তোমার সহবর্তী"* (৭ পদ)। এ কথার অর্থ, ঈশ্বরের উপস্থিতিতে শৌল যখন জীবন যাপন করবে, এবং তার জীবনের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাজকে আশা করবে, তখন শৌল নিজের প্রতি আস্থা রাখতে পারে; তখন সে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নেবে বা কাজ করবে, সে বিষয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ সম্বন্ধে সে নিশ্চিত হতে পারে। এখানে, আমরা একটি বিষয় দেখতে পাচ্ছি, আর তা হল, এখানে বা বাইবেলের কোথাও আমাদের এমন শিক্ষা দেওয়া হয়নি যে, আমরা আমাদের প্রতিটি আচরণের জন্য বা প্রতিটি সিদ্ধান্তের জন্য ঐশ্বরিক নির্দেশ আশা করতে পারি। মনে রাখতে হবে, ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে আমরা যখন বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিই বা কোনও কাজ করি, তখন যেন সর্বদা এই কথা স্মরণে রাখি যে, তিনি আমাদের সহবর্তী এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করে, এমন আচরণ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে আমরা বাধ্য; আর তাই সেই সমস্ত আচরণ বা সিদ্ধান্তের জন্য আমরা দায়ী। শৌলের প্রতি ঈশ্বরের এই কথা বিশেষতঃ অম্মোনীয়দের আক্রমণ করার দ্বারা পূর্ণ হতে চলেছে, যখন *"ঈশ্বরের আত্মা শৌলের উপরে সবলে আসবেন, এবং তার ক্রোধ অতিশয় প্রজ্বলিত হবে"* (১১:৬)।

এই তৃতীয় চিহ্নটির পূর্ণতার বিস্তৃত বর্ণনা ১০-১৩ পদে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় চিহ্নটি যেহেতু শৌলের নিজের শহরে ঘটেছিল (১০:২৬), সেইহেতু শৌলকে ভাবোক্তি প্রচার করতে দেখে, তার পরিচিতরা খুব অবাক হয়েছিল। ধর্মীয় আচার- অনুষ্ঠানে যার অংশগ্রহণের কথা তাদের জানা ছিল না, সেই শৌলকে অন্য ভাববাদীদের সঙ্গে ভাবোক্তি প্রচার করতে দেখে তার প্রতি তাদের দৃষ্টি গেছিল এবং শৌলই তাদের আলোচনার মুখ্য বিষয়ে রূপান্তরিত হয়েছিল। এই মুহূর্তে হয়ত তাদের কাছে শৌলের এমন আচরণের কোনও ব্যাখ্যা ছিল না, কিন্তু মিস্পাতে শৌল রাজা হিসাবে নিযুক্ত হবার পর, এই ঘটনা শৌলের রাজা হওয়াকে মেনে নিতে সাহায্য করেছিল। যাইহোক, ১৩ পদে বলা হয়েছে, ভাবোক্তি প্রচার শেষ হলে শৌল উচ্চস্থলিতে গিয়েছিল, যার অর্থ, ঈশ্বর আরাধনা করতে সে সেখানে গিয়েছিল, কিম্বা তার প্রতি এই যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে, তা ঠাণ্ডা মাথার সে উপলব্ধি করতে চেয়েছিল।

১৪-১৬ পদে আমরা শৌলকে তার দাসসহ বাড়ী ফিরে যেতে দেখছি। সেখানে ফেরে গিয়ে সে তার কাকার দেখা পেয়েছে। শৌল পুনরায় বাস্তবের সম্মুখীন হয়েছে। কাকা যখন শৌলের সঙ্গে শমূয়েল নামক বিখ্যাত ব্যক্তির সাক্ষাতের কথা শৌলের দাসের মুখ থেকে শুনতে পেয়েছিল, তখন কাকা স্বভাবতই সেই বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাতের বিশদ বিবরণ শুনতে চেয়েছিল। অথবা, শৌলের মধ্যে অস্বাভাবিক পরিবর্তন কাকার চোখ এড়িয়ে যায়নি, আর তার কারণ শমূয়েলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে পারে ভেবে, হয়ত সে বিষয়ে কাকা আরও জানতে চেয়েছিল। কিন্তু শৌলের উত্তরের মধ্যে যথেষ্ট বিচক্ষণতা ফুটে উঠেছে। কাকার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে, গর্দ্দভীদের প্রাপ্তির কথা জানালেও, ইজ্রায়েলের উপর রাজত্বের বিষয় শমূয়েল শৌলকে যে সমস্ত কথা বলেছিল, তার কিছুই তাকে বলল না। কারণ শৌল উপলব্ধি করেছিল যে, তার নতুন পরিচয় সম্বন্ধে প্রকাশ বা ঘোষণা করার উপযুক্ত সময় তখনও উপস্থিত হয়নি।

প্রভুর অনুগ্রহে শৌল নতুন মনের অধিকারী, অন্য মানুষ হয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, শৌলের প্রতিটি সিদ্ধান্ত বা আচরণ ঈশ্বর অনুমোদিত। অনেক সময় আমরা মনে করি যে, যদি কোনও ব্যক্তি ঈশ্বর মনোনীত হয় এবং ঈশ্বর যদি কখনও তাকে ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে সেই ব্যক্তি সর্বদা সঠিক সিদ্ধান্ত বা সঠিক কাজ করে। এমনকি অনেক সময় আমরা তাদের কথা বা কাজকে প্রশ্ন করাটা পর্যন্ত ঈশ্বরকে প্রশ্ন করার সমান জ্ঞান করে থাকি। এমন চিন্তা যে কতখানি ভুল, তা আমরা শৌলের জীবন্ত উদাহরণ থেকে দেখতে পাই। অন্যদিকে, আমাদের আধ্যাত্মিক পরিবর্তনকে আমরা যেন সর্বদা বাস্ত দৃষ্টিকোন্ থেকে দেখি। মন পরিবর্তন মানে সাধারণভাবে দৈহিক বা মানসিক ধাত বা মেজাজের পরিবর্তন নয়। খোঁড়া দৌড়বীরে, কিম্বা বিষাদপূর্ণ ব্যক্তি প্রাণোচ্ছল ব্যক্তিতে রূপান্তরিত না-ও হতে পারে। কিন্তু আমরা অনেক সময় তা-ই আকাঙ্ক্ষা করে থাকি!

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com